কারণতত্ত্ব

কার্যকারণ সমস্যা এরিস্টটলের অধিবিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর মতে, বস্তুর উৎপত্তিসাধক কারণ মোট চারটি :

(১) উপাদান কারণ (material cause)
(২) রূপগত কারণ (formal cause)
(৩) নিমিত্ত কারণ (efficient cause) এবং
(৪) পরিণতি কারণ (final cause)।

এগুলো বিকল্প কারণ নয়; অর্থাৎ এদের কোন একটিকে বাদ দিয়ে অন্যগুলোর সাহায্যে অস্তিত্ব যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। যেকোনো বস্তুর অস্তিত্ব ব্যাখ্যায় এ চারিটি কারণই সমানভাবে ক্রিয়াশীল। তা ছাড়া এ কারণ চতুষ্টয় যেকোনো মানবিক ও প্রাকৃতিক উপাদানে, শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে এবং প্রাকৃতিক পদার্থ সৃষ্টিতেও বিদ্যমান ও ক্রিয়াশীল।

প্রত্যেক বস্তুই কোনো-না-কোনো উপাদানে গঠিত; আর উপাদান কারণ বলতে এরিস্টটল সেই উপাদানকেই বুঝেছেন যা নিয়ে বস্তু গঠিত। যেমন, আমরা যাকে প্রতিমূর্তি বলি তা কাঠ স্ফটিক পিতল প্রভৃতি উপাদানের সমবায়ে গঠিত। সুতরাং এরাই প্রতিমূর্তির উপাদান কারণ।

রূপগত কারণ বলতে এরিস্টটল বুঝেছেন বস্তুর দ্রব্যসত্তা বা সারধর্মকে। একে বাদ দিয়ে উপাদান বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। যেমন মূর্তি গঠনের জন্য শুধু উপাদানই যথেষ্ট নয়, মূর্তির একটি স্পষ্ট ধারণা বা নকশা অবলম্বনের প্রয়োজন। এ ধারণা বা নকশাই মূর্তির রূপগত কারণ।

আকারকে উপাদানের ওপর কার্যকর করার জন্য কোনো একটি প্রযোজক বা চালিকা শক্তি দরকার। এই শক্তিই বস্তুর নিমিত্ত কারণ। যেমন, মূর্তিটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার জন্য হাত, বাহু ও যন্ত্রপাতি আবশ্যক। এই হাত, বাহু ও যন্ত্রপাতি এর নিমিত্ত কারণ। এখানে মনে রাখা দরকার যে, গতি বলতে এরিস্টটল শুধু স্থান পরিবর্তনকেই নয়, যেকোনো পরিবর্তনকেই বুঝেছেন। একটি পাথর পতনের মধ্যে যে গতি ক্রিয়াশীল একটি সবুজ পাতার হলুদ পাতায় পরিবর্তনেও সেই একই গতি ক্রিয়াশীল। নিমিত্ত কারণ বলতে এরিস্টটল এই গতিকেই বুঝেছেন। মূর্তির দৃষ্টান্তে পিতল থেকে

Scanned with CamScanner

মূর্তি নির্মাণের পেছনে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন মূর্তি নির্মাণকারী স্থপতি। অতএব তিনিই মূর্তির নিমিত্ত কারণ।

কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বস্তুর সৃষ্টি। আর যে উদ্দেশ্যের দিকে বস্তুর গতি পরিচালিত, তা-ই এর পরিণতি কারণ। যেমন, মূর্তি তৈরির সময় স্থপতির লক্ষ্য থাকে একটি পরিপূর্ণ মূর্তি তৈরি করার দিকে। এই পরিপূর্ণ মূর্তির ধারণাই মূর্তিটির পরিণতি কারণ।

শিল্পজ দ্রব্যাদির উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন, প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির উৎপত্তির বেলায়ও তেমনি চারটি কারণ ক্রিয়াশীল। উদাহরণস্বরূপ মানুষের উৎপত্তির বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। প্রথমত, মানুষের দেহ যে উপাদানে গঠিত তা উপাদান কারণ। দ্বিতীয়ত, মানবদেহের যে রূপের ধারণা বা বিশিষ্ট আদর্শে জীবকোষ গঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে পরিণত হয়, তা রূপগত কারণ। তৃতীয়ত, যে শক্তিবলে গর্ভধারণক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে মানবদেহ গঠিত হয়, তা নিমিত্ত কারণ। চতুর্থত, যে প্রাকৃতিক উদ্দেশ্যের ফলে মানুষের সৃষ্টি হয়ে থাকে তা পরিণতি কারণ। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, বস্তু মাত্রেরই উপাদান, ধারণা, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ্য, এই চারটি কারণ থাকা আবশ্যক। শিল্পজই হোক আর প্রাকৃতিকই হোক, যেকোনো সত্তাকেই এই কারণ চতুষ্টয়ের সাহায্য নিতে হয়। সাধারণত এই কারণ চতুষ্টয়ের সমবায় যেকোনো কার্যের জন্য আবশ্যক। এদের কোনোটিই একা কিছু উৎপাদন করার জন্য যথেষ্ট নয়।

এরপর এরিস্টটল কারণ চতুষ্টয়কে রূপ ও উপাদান, এ দুটিতে পরিণত করেন। রূপগত, নিমিত্ত ও পরিণতি কারণ যুক্ত হয়ে যে একটি মাত্র কারণে পরিণতি হয়, তা হলো রূপ। প্রথমত, রূপগত কারণ এবং পরিণতি কারণ, এ দুটি আসলে এক। কেননা রূপগত কারণ বলতে বস্তুর ধারণা বা প্রত্যয়কে বোঝায়। আর পরিণতি কারণ মানেই হলো ঐ ধারণার বাস্তবায়িত রূপ। রূপকে ব্যক্ত করাই বস্তুর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রূপই বস্তুর লক্ষ্য বা পরিণতি। এ থেকে বোঝা যায় যে বস্তুর পরিণতি কারণ ও রূপগত কারণ আসলে স্বতন্ত্র নয়, এক।

দ্বিতীয়ত, নিমিত্ত কারণ ও পরিণতি কারণ এক। একটু সতর্কভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, নিমিত্ত কারণই বস্তুর সব পরিবর্তনের মূলে। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে বস্তু শেষ পর্যন্ত যে লক্ষ্যে উপনীত হয় তা-ই পরিণতির কারণ। আর এরিস্টটলের মতে, যা বস্তুর পরিবর্তন ঘটায় তা আসলে বস্তুর লক্ষ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি বিশিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকেই বস্তুর চেষ্টাচরিত্র বা গতিপ্রকৃতি পরিচালিত। বস্তুর সেই লক্ষ্য আছে বলেই বস্তু আছে। সুতরাং বলা চলে যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যই সব গতি ও পরিবর্তনের কারণ। অর্থাৎ পরিণতি কারণই প্রকৃত নিমিত্ত কারণ। উদাহরণস্বরূপ, শিল্প জগতে ভাস্করের কল্পনাপ্রসূত কোনো দেবতার ধারণা থেকে তার হাত ও মাংসপেশীগুলো সঞ্চালিত হয় বলে ঐ দেবতার মূর্তি তৈরির উদ্দেশ্যটি উপাদানের সাহায্যে চরিতার্থ হতে পারে। এখানে নিমিত্ত এবং উদ্দেশ্যসাধক কারণ দুটি ধারণা থেকে সৃষ্ট বলে ধারণা এবং উপাদান এ দুটি কারণই দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

এখন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রূপগত কারণ নিমিত্ত কারণ ও পরিণতি কারণের মধ্যে কোনো মৌল প্রভেদ নেই। এদের তিনটিকে একত্রিত করলে যা পাওয়া যায় এরিস্টটলের মতে তা-ই রূপ। এভাবেই এরিস্টটলের চারটি কারণের রূপ ও উপাদানে রূপান্তরণ। রূপের সাহায্যে সাধিত হয় সৃষ্টি, রূপই সৃষ্টির লক্ষ্য। আর উপাদান নিয়ে গঠিত বস্তু।

রূপ ও উপাদানের সাহায্যেই এরিস্টটল গোটা বিশ্বেজগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং এদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। প্রথমত, রূপ ও উপাদান পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। আমরা শুধু বোঝার সুবিধার জন্য তাদের আলাদা করে দেখি। কিন্তু আসলে তাদের একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা চলে না। উপাদানবিহীন রূপ বা রূপহীন উপাদান বলতে প্রকৃতপক্ষে কিছুই নেই। যেকোনো বিশিষ্ট বস্তু রূপ ও উপাদানের সংমিশ্রণ। রূপ সার্বিক, কিন্তু উপাদান বিশিষ্ট প্রকৃতির। রূপ প্রত্যয়স্বরূপ, আর প্রত্যয়ের স্বভাব সার্বিক। এটিস্টটলের মতে, রূপ ও উপাদান পৃথক থাকতে পারে না, একথা বলা আর বিশেষের মধ্যেই সার্বিকের অধিষ্ঠান, একথা বলা এক। তিনি বলেন, রূপের স্বভাব চিরন্তন ও অপরিণামী। কিন্তু প্লেটোর প্রত্যয়গুলোর মতো বস্তুর বাইরে তাদের অস্তিত্ব নেই।

উপাদান রূপেরই আদি অবস্থা; উপাদান ও রূপ নিকট নিবিড় সূত্রে আবদ্ধ। উপাদান রূপে পরিবর্তিত হচ্ছে, আবার রূপ উপাদানের সাহায্যে ব্যক্ত হচ্ছে। পিতলকে মূর্তির অব্যক্ততা এবং মূর্তিকে পিতলের ব্যক্ততা বলা যায়। উপাদান ও রূপের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই; বরং উপাদান সবসময় রূপের সাথে মিলিত হবার চেষ্টায় নিয়োজিত। এ দুয়ের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন ভাব পরস্পরকে যুক্ত করে রেখেছে।

উপাদান ও রূপ নিয়ত পরিবর্তনশীল। এদের একটি অপরটিতে পরিবর্তিত হয়েই চলেছে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে বলা হয় উপাদান, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তাকেই বলা হয় রূপ। যা পরিবর্তিত হয় বা যার ওপর পরিবর্তন সাধিত হয়, তা-ই উপাদান। যার দিকে লক্ষ্য করে পরিবর্তন হয়ে থাকে, তা-ই রূপ। যা পরিবর্তিত হয় তা উপাদান, আর উপাদান যাতে পরিবর্তিত হয় তা তার রূপ। যেমন শয্যার সাথে কাঠের যে সম্পর্ক তা বিচার করলে কাঠকে বলা চলে উপাদান, কেননা কাঠ পরিবর্তিত হয়েই শয্যার রূপ নেয়। কিন্তু একই কাঠ আবার গাছের সম্পর্কে রূপ, কেননা গাছ থেকেই কাঠের সৃষ্টি।

যা পরিবর্তিত হয়, যার ওপর পরিবর্তন সংগঠিত হয়, তা-ই উপাদান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : পরিবর্তন সংঘটিত হয় কিভাবে? উপাদান বা বস্তুতে কিছুসংখ্যক গুণ সংক্রমিত হওয়ার ফলেই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। পরিবর্তন মানেই এসবব গুণের সংক্রমণ। এরিস্টটল এসব সংক্রমিত গুণকেই রূপ বলে আখ্যায়িত করেছেন, এবং যাতে গুণ সংক্রমিত হয় তাকে বলেছেন উপাদান। গুণ সংক্রমণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে উপাদানের রূপগ্রহণ। আর তা থেকেই উদ্ভব হয় প্রকৃত সত্তার। রূপহীন উপাদান সত্তা নয়, শক্যতা বা সম্ভাবনা মাত্র। রূপহীন উপাদানের কোনো অস্তিত্ব নেই, এর ধারণা করাও অসম্ভব। রূপগ্রহণের মাধ্যমেই অব্যক্ত উপাদান ব্যক্ত হয়, বাস্তবতা লাভ করে।

Scanned with CamScanner